রাম-কৃষ্ণের অভেদতা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

সনোঢ়িয়া ব্রাহ্মণ ভক্ত নন্দদাস সম্পর্কে গোস্বামী তুলসীদাসজীর কনিষ্ঠ জ্ঞাতি-ভাই ছিলেন। তিনি খুব শিক্ষিত ও বিষয়ী ছিলেন। নন্দদাসের চঞ্চলমতি ছিল বলে তুলসীদাসজী তাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেবক রূপে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে নিজের আধ্যাত্মিক পন্থায় ধর্মশিক্ষা দিতে লাগলেন। কিন্তু লৌকিক বিষয়ে অত্যধিক অনুরাগ থাকায় তিনি অন্যান্য মানুষের কথানুসারে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। সেইজন্যে তুলসীদাসজী তাকে একদিন খুব বোঝালেন যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালে কোনই লাভ হবার নয়, নিজের মনকে শান্ত রেখে এক লক্ষ্যে মনোনিবেশ করে ভগবানের সেবা করতে হয়। কিন্তু নন্দদাস তুলসীদাসের এই উপদেশ গ্রহণ করলেন না। সে সময় একদল তীর্থযাত্রী কিছুদিনের জন্যে শ্রীদ্বারকায় শ্রীরণছোড়জীকে দর্শনের জন্য যাত্রা করছিল শুনে নন্দদাস তাদের সঙ্গে রওনা হলেন। নন্দদাস তীর্থযাত্রীদের দলের সঙ্গে যাচ্ছেন শুনে তুলসীদাসজী তাকে অনেক বুঝিয়ে বললেন যে ''তুমি যেখানেই যাও না কেন পথে দুঃখ বাধাবিঘ্ন অনেক হবে। অনেক দুঃসঙ্গও হয়; এই কারণে তুমি পথভ্রষ্টও হয়ে যেতে পারো। তখন তুমি রণছোড়জীর কাছেও পৌঁছাতে পারবে না আর হয়তো তোমায় পথের মধ্যেই পড়ে থাকতে হবে। তারচেয়ে ভাল তুমি শ্রীরঘুনাথজীকে স্মরণ করে নিজের ঘরেই অবস্থান কর।'' কিন্তু এ কথা শুনে নন্দদাস বললেন, ''আমার তো শ্রী রঘুনাথজী আছেনই কিন্তু তবুও আমি একবার রণছোড়জীকে দর্শন করতে যাব। তুমি আমায় যতই বোঝাও না কেন আমি যাবই।'' যখন নন্দদাস জিদ্ ধরলেন তখন তুলসীদাসজী তীর্থযাত্রীদলের সর্দার মুখিয়ার নিকট নন্দদাসকে দেখাশোনার করার জন্যে অনুরোধ করলেন এবং মুখিয়া বললে, ''আচ্ছা, আপনি এই বিষয়ের জন্যে চিন্তা করবেন না, নন্দদাসের উপর আমি লক্ষ্য রাখব।''

নন্দদাস তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে যাত্রা করে কিছু দিনের মধ্যেই মথুরাতে এসে পৌঁছলেন। মথুরায় এসে তীর্থযাত্রীদল কিছুদিন অবস্থান করতে চাইল কিন্তু নন্দদাস অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে একলাই শ্রীদ্বারকার পথে রওনা হলেন। ওদিকে মুখিয়া তাকে দেখতে না পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলেন না। এদিকে নন্দদাস পথে চলতে লাগলেন ঠিকই কিন্তু তিনি ভুল পথ ধরলেন। চলতে চলতে সিংহনন্দ্ নামক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। সেখানে একজন ক্ষত্রী, গোকুলে শ্রীগোঁসাইজীর সেবক থাকতেন। সেই ক্ষত্রীর বউ অতীব সুন্দরী ছিল। একদিন নন্দদাস পথ দিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে দেখলেন সেই ক্ষত্রীর বউটি স্নান করে ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল শুকাচ্ছে। তাকে দেখে নন্দদাস মোহিত হয়ে পড়লেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নন্দদাস মনে মনে সংকল্প করলেন যে সেই বউটির শ্রীমুখ দর্শন করে তারপর জলপান করবেন। এই ভেবে তিনি প্রত্যহ ক্ষত্রীর গৃহের দরজায় গিয়ে বসে থাকতেন আর বৌ-এর মুখদর্শন মাত্রেই চলে যেতেন। এর মোহে তিনি সেই গ্রামেই অবস্থান করতে লাগলেন। ওদিকে সারা গ্রামে এ কথা রটনা হয়ে গেলে তখন ক্ষত্রী লজ্জায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ সেই গ্রাম পরিত্যাগ করে গুরুদেব শ্রীগোঁসাইজীর আশ্রয় লাভের জন্যে শ্রীগোকুল রওনা হলেন। এই সংবাদ পেয়ে নন্দদাসও তার পিছু নিলেন। পথে ক্ষত্রীর পরিবারের সঙ্গে নন্দদাসের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ক্ষত্রী নন্দদাসকে দেখে বললেন, ''যে দুঃখে আমি ঘর ছেড়ে এলাম, হায়! সেই দুঃখই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল।'' তখন ক্ষত্রী তার লোকজন নিয়ে নন্দদাসের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। বলল, ''কেন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ?'' নন্দদাস বললে, ''আমি তো তোমার নিকট হতে কিছু চাইছি না আর এই গ্রামও তো তোমার নয়, অতএব তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?''— একথা বলে নন্দদাস তাদের পিছু পিছু চললেন।

এইভাবেই কয়েকদিন পরে তারা গোকুলের অপর পারে ঘাটে যমুনা তটে এসে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে ক্ষত্রী মনে মনে ভাবলেন, ''আমি তো এই ব্রাহ্মণের জন্যে গ্রামছাড়া হলাম, তবুও তো এই ব্যাটা আমার সঙ্গেই এসে গেল। এখন চেষ্টা করি যাতে এই ব্রাহ্মণ যমুনা পেরিয়ে গোকুলে না পৌঁছতে পারে। নয়তো, গোকুলেও আমি হাস্যাস্পদ হব। তারপর শ্রীগোঁসাইজী যখন এই কথা শুনবেন, তখন সেটা খুব ভাল হবে না।'' তখন ক্ষত্রী নৌকার মাঝিকে বলল, ''তোমাকে আমি কিছু টাকাকড়ি দেবো, তুমি ওই ব্রাহ্মণকে যমুনা পার করতে দিও না।'' পয়সার লোভে মাঝি রাজী হয়ে গেল। যখন সকলে নৌকায় উঠল তখন মাঝি নন্দদাসের হাত ধরে টেনে নৌকা থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল যে সে নন্দদাসকে নিয়ে যাবে না। তখন নন্দদাস মনের দুঃখে যমুনা তীরে একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে ভাবতে লাগলেন, ''কী করা যায়''! ওদিকে ক্ষত্রী যমুনা পার হয়ে গোকুলে এসে তার নির্দিষ্ট আবাসস্থলে মালপত্রাদি সব মেয়ের জিম্মায় রেখে বৌ এবং ছেলেকে নিয়ে শ্রীগোঁসাইজীকে দর্শন করতে গেল। শ্রীগোঁসাইয়ের আশ্রমে পৌঁছে শ্রীনবনীতপ্রিয়জীর ভোগারতি ও দর্শন সেরে যখন শ্রীগোঁসাইজীর নিকট গিয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন তখন ক্ষত্রীকে দেখে শ্রীগোঁসাইজী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ''বৈষ্ণব! কবে এখানে এলে?'' ক্ষত্রী বললে, ''মহারাজ, এখনই এসেছি। আপনার দয়াতে শ্রীনবনীতপ্রিয়জীর রাজভোগারতি দর্শন করেছি।'' শ্রীগোঁসাইজী বললেন, ''এখন বসো। আজ তোমরা এখানেই প্রসাদ পেও।'' এই বলে শ্রীগোঁসাইজী ভোজন করতে চলে গেলেন। তারপরে ভোগ গ্রহণান্তে আচমন সেরে নিজের এঁটো পাতাটি এনে শ্রীগোঁসাইজী

ক্ষত্রীর সামনে ধরলেন। তারপর চারটি শালপাতার থালা এনে তিনি তাদের সামনে রাখলেন। চারটি পত্রথাল দেখে ক্ষত্রী বিনতি করে বললে, ''মহারাজ, আমরা তো তিনজনই আছি আর আপনি চারটি পাতার থালা কার জন্যে দিলেন? এখানে তো আর কোন বৈষ্ণবকে দেখা যাচ্ছে না!'' তখন শ্রীগোঁসাইজী বললেন, ''ওই যে তোমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ এসেছে, যাকে তুমি যমুনার ঘাটে ফেলে এসেছো সে কার ঘরে যাবে?'' তখন শ্রীগোঁসাইজীর কথা শুনে তিনজনেই খুব লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং বলল, ''দেখুন, যে কথা শুনলে আমার মনে ভয় হয় কি আমি গোকুলেও না হাস্যাস্পদ হয়ে যাই, তা দেখছি এখানে সে কথা আগেই সব প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এখন আমার কি উপায়?''— এমন কথা বলে ক্ষত্রী অত্যন্ত গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন। তখন বিপদতারণ শ্রীগুরু গোঁসাইজী ক্ষত্রীকে অভয় দিয়ে বললেন, ''তুমি অত ভাবছ কেন? ও ব্রাহ্মণ যে তোমার সঙ্গলাভ করে এখানে এসেছে, ও তো একজন দৈবী-জীব মাত্র। সে এখন আর তোমাকে কোন দুঃখ দেবে না।'' একথা বলে শ্রীগোঁসাইজী তাঁর সেবক একজন ব্রজবাসীকে ডেকে আজ্ঞা করলেন, ''তুই যমুনার তীরে গিয়ে দেখ যে সেখানে নন্দদাস নামে একজন ব্রাহ্মণ বসে আছে, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।'' তৎক্ষণাৎ সেই ব্রজবাসী নৌকা নিয়ে যমুনার অপর পারে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''এখানে নন্দদাস ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন?'' তখন নন্দদাস ব্রাহ্মণ যমুনার তীরে এক জায়গায় বসে মনে মনে আকুল হয়ে শ্রীযমুনাজীকে প্রার্থনা করছিলেন, এই কথা শুনতে পেয়ে তিনি ব্রজবাসীকে বললেন, ''নন্দদাস ব্রাহ্মণ তো আমিই আছি।'' তখন ব্রজবাসী নন্দদাসকে বিস্তারিত সব ঘটনা বলে নৌকা করে তাড়াতাড়ি শ্রীগোকুলে শ্রীগোঁসাইজীর নিকট নিয়ে এল। নন্দদাস শ্রীগোঁসাইজীকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গে প্রাণাম করলেন। শ্রীগোঁসাইজীকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দাদাসের বুদ্ধি নির্মল হয়ে গেল।

তারপর নন্দদাস শ্রীগোঁসাইজীকে বিনতি করে বললেন, ''মহারাজ, জন্মাবধি আমি বিষয়ে মজে জীবন কাটিয়েছি আর আপনি হলেন পরম কৃপালু, অতএব কৃপা করে আমাকে আপনার শরণ দান করুন।'' নন্দদাসের এমন দীনতাপূর্ণ বচন শুনে শ্রীগোঁসাইজী খুবই প্রসন্ন হলেন। তারপর আজ্ঞা করলেন, ''নন্দদাস যাও, যমুনায় স্নান করে শীঘ্রই তুমি আমার কাছে এস।'' তৎক্ষণাৎ নন্দদাস স্নানকরে এলে তখন শ্রীগোঁসাইজী নন্দদাসকে ভাবাত্মকরূপে কর্ণে চিন্ময় নাম মন্ত্র প্রদান করলেন। তখন শ্রীগোঁসাইজীর স্বরূপ নন্দদাসের হৃদয়ে আরূঢ় হয়ে গেল এবং নন্দদাস ভাবস্থ হলেন। পরে শ্রীগোঁসাইজীর নির্দ্দেশে রসুই ঘরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে গিয়ে ভাবস্থ অবস্থায় ভুল বশতঃ শ্রীগোঁসাইজীর থালার এঁটো প্রসাদই খেতে লাগলেন। সেই মহাপ্রসাদ খেতে খেতে নন্দদাসের স্বরূপানন্দ অনুভব হতে লাগল; তার নিজের দেহবোধ চলে গেল এবং তিনি তখন একজায়গাতেই এঁটো হাতে বসে রইলেন। তখন অন্দর মহলের একজন এসে খবর দিল, ''মহারাজ! নন্দদাস তো মহাপ্রসাদ খেয়ে সেখানেই বসে আছেন, আর উঠছেন না!'' গোঁসাইজী তাকে বললেন, ''তোমরা নন্দদাসকে কেউ ডেকো না।'' তখন এই অবস্থায় নন্দদাস রাত্রির চার প্রহর পর্য্যন্ত বসে রইলেন, তার দেহ বোধ ছিল না। তারপরের দিন শ্রীগোঁসাইজী নন্দদাসের নিকট স্বয়ং গেলেন। গিয়ে নন্দদাসের কানে কানে বললেন, ''উঠো নন্দদাস! দর্শনের সময় হয়েছে যে;'' তখন নন্দদাসের ঘোর ভাঙল। তিনি শ্রীগোঁসাইজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং ভাববিভোর হয়ে কীর্তন করতে লাগলেন— ''প্রাত সময় শ্রীবল্লভসূত কো পুণ্য পবিত্র জস গাউ....''— কীর্তন সমাপনান্তে তিনি গোঁসাইজীকে জোড়হস্তে প্রণতি জানিয়ে বললেন, ''মহারাজ, আমার মত পতিতকে কী আপনি উদ্ধার করবেন?''— তারপর নন্দদাস শ্রীগোঁসাইজীর একান্ত কৃপাপাত্র হয়ে গেলেন। গোঁসাইজীর কৃপায় স্বতঃই নন্দদাস সিদ্ধসাধকে পরিণত হয়ে গেলেন।

ওদিকে মথুরা থেকে একদল তীর্থযাত্রী গয়ায় শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন করবার জন্যে রওনা হয়ে কাশীতে এসে পৌঁছলো। কাশীতে তুলসীদাসজী কারুর নিকট শুনলেন যে মথুরা থেকে তীর্থযাত্রীর সংঘদল এসেছে। সেই সংবাদ পেয়ে তুলসীদাসজী নন্দদাসের খোঁজে সংঘদলে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা নন্দদাস নামক কোন ব্রাহ্মণের খোঁজ জানে কিনা। সেই দলের মধ্যে কয়েকজন বৈষ্ণব ছিল, তাদের মধ্যে একজন বলল, ''তুলসীদাসজী, একজন নন্দদাস তো শ্রীগোঁসাইজীর সেবক হয়েছেন। সে পূর্বে অত্যন্ত বিষয়ী ছিল কিন্তু এখন শ্রীগোঁসাইজীর বড় কৃপাপাত্র হয়েছেন।'' এই সংবাদ শুনে তুলসীদাসজী মনে মনে ভাবলেন যে এটা তো সেই নন্দদাসই মনে হচ্ছে! তাহলে সে শ্রীগোঁসাইজীর সেবক হয়েছে। তাহলে এখন তো তার আর আমার শিক্ষার প্রয়োজন হবে না। তখন তুলসীদাসজী সেই বৈষ্ণবটিকে বললেন, ''তোমাকে আমি একটি পত্র দিচ্ছি, তার জবাব তুমি নিয়ে আমায় অবশ্যই পাঠিয়ে দেবে।'' তখন বৈষ্ণবটি বললে, ''কাল আমাদের পরিচিত লোক গোকুলে যাবে। যদি তোমার পত্র দেবার থাকে তো এখনই লিখে দাও।'' এই কথা শুনে তুলসীদাসজী তৎক্ষণাৎ পত্র লিখলেন—''নন্দদাস, তুমি পতিব্রতধর্ম ছেড়ে ব্যাভিচার ধর্ম নিয়েছো, সেটা ভাল করনি। এখন তুমি ফিরে এলে তোমাকে পতিব্রতধর্ম বিষয়ে বলব।''—এই পত্রটি নিয়ে বৈষ্ণবটি তার পরিচিত লোককে দিলে তখন সে পত্র নিয়ে সোজা গোকুলে এসে শ্রীগোঁসাইজীর হাতে পত্রটি দিলে তিনি নন্দদাসকে ডেকে পত্রখানি দিলেন। নন্দদাস পত্রখানি পেয়ে খুলে পড়ে নিয়ে পত্রের প্রতিউত্তর লিখলেন—''আমার তো প্রথমে রামচন্দ্রজীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল কিন্তু তারই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দৌড়ে এসে আমায় লুটে নিয়ে গেলেন। সেই রামচন্দ্রজীর মধ্যে বল থাকলে আমায় শ্রীকৃষ্ণ কি

করে নিয়ে নিল? আর শ্রীরামচন্দ্রজীতো এক পত্নীব্রতধারী। সে অন্য পত্নীকে কি করে সামলাতে পারবে? এক পত্নীকেই তিনি সামলাতে পারলেন না, তাঁকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল। আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন অনন্ত অবলার স্বামী আর এনার পত্নী হলে পরে আর কোন প্রকার ভয়ের কিছুই থাকে না। তিনি এককালে অবিছিন্ন অনন্ত পত্নীকে সুখ দান করেন। সেই জন্যে আমিও শ্রীকৃষ্ণকেই পতি মানি। এইরকমই জেনো। তাই আমি এখন আমার তন, মন, ধন ইহলোক, পরলোক সবই শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেছি আর এখন তো আমি পরের বশীভূত হয়ে পরই হয়ে গিয়েছি।''—এই পত্র নন্দদাস পত্রবাহককে দিলে তখন সে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাশী এসে পৌঁছল এবং তুলসীদাসের নিকট পত্র দিলে তিনি পত্র পড়ে বুঝলেন যে এখন নন্দদাস তাঁর কাছে আর কোনদিনও আসবে না। তখন তুলসীদাসজী এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করে ঠিক করলেন যে তিনি গোকুলে গিয়ে নন্দদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এই ভেবে তুলসীদাসজী তখন কাশী থেকে রওনা হয়ে প্রথমে মথুরায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে সেখানকার লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তুলসীদাসজী অবগত হলেন যে শ্রীগোঁসাইজীর সেবক নন্দদাস কখনো গোকুলে থাকেন আবার কখনো গিরিরাজে অবস্থান করেন। তখন তুলসীদাসজী প্রথমে গোকুলে এলেন। গোকুলের অপরূপ শোভা দেখে তুলসীদাসজীর মন অতীব প্রসন্ন হয়ে গেল। তখন তিনি ভাবলেন যে এরকম স্থান ছেড়ে নন্দদাস কি করে অন্যত্র চলে যাবে? গোকুলে নন্দদাসের খোঁজ করে না পেয়ে তখন তুলসীদাসজী 'গিরিরাজ' গেলেন। সেখানে পরাসোলীতে তুলসীদাসজীর সঙ্গে নন্দদাসের দেখা হল। তুলসীদাসজী নন্দদাসকে বললেন, ''তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমার গ্রামে থাকতে রুচি হয় তো অযোধ্যায় থাকো, পুরীতে থাকতে ইচ্ছা হয় তো কাশীতে থাকো, পাহাড়ে থাকতে বাসনা হয় তো চিত্রকূটে থাকো, বনে বাস করতে ইচ্ছা হয় তো দণ্ডকারণ্যে থাকো। এই রকম বড় বড় ধাম শ্রীরামচন্দ্রজী পবিত্র করেছেন। তখন নন্দদাস এর উত্তরে একটি পদ তাকে গেয়ে শোনালেন—

''জো গিরি রুচে তো বসো শ্রীগোবর্দ্ধন,
গাম রুচে তো বসো নন্দগাম।
নগর রুচে তো বসো শ্রীমধুপুরী;
শোভাসাগর অতি অভিরাম।।
সরিতা রুচে তো বসো শ্রীযমুনাতট,
সকল মনোরথ পূরণ কাম।
নন্দদাস কানন রুচে তো বসোভূমি বৃন্দাবন ধাম।।''—

তারপর নন্দদাস সুরদাসজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীনাথজীকে দর্শন করার জন্যে রওনা হলেন। তখন তুলসীদাসজীও নন্দদাসের সঙ্গ নিলেন। যখন তুলসীদাসজী শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীকে দর্শন করলেন তখন তিনি তাঁর সামনে মস্তক অবনত করলেন না। তখন নন্দদাস বুঝতে পারলেন যে তুলসীদাসজী তাঁর ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রজী ছাড়া আর কারু নিকট নমন করেন না। তখন নন্দদাস মনে মনে ভাবলেন যে এখানে এবং গোকুলে তুলসীদাসজীকে শ্রীরামচন্দ্রজীর দর্শন করাতে হবে, তবে ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বুঝতে পারবেন। তখন নন্দদাস শ্রীগোবর্দ্ধননাথজীর নিকট আত্মস্থভাবে বিনতি করে গাইতে লাগলেন—

''কহা কহুঁ ছবি আজকী, ভলে হো নাথ,
তুলসী মস্তক তব নমে, ধনুষবাণ লো হাথ।।''—

নন্দদাসের এই ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রীনাথজীর মধ্যে দিয়ে শ্রীগোঁসাইজীর নিকট পৌঁছলো। তখন একনিষ্ঠ সেবক ভক্তের প্রার্থনা মান্য করতে শ্রীগোবর্দ্ধননাথজী শ্রীরামচন্দ্রজীর রূপ পরিগ্রহ করে তুলসীদাসজীকে দর্শন দিলেন। তখন তুলসীদাসজী শ্রীনাথজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর তুলসীদাসজী এই আশ্চর্য্য দর্শনলাভ করে মন্দিরের বাইরে এলেন এবং নন্দদাসের সঙ্গে আবার গোকুলে ফিরে এলেন। সেখানে এসে শ্রীগোঁসাইজীকে দর্শন করে নন্দদাস প্রণাম করলেন কিন্তু তুলসীদাসজী প্রণাম করলেন না। পরে নন্দদাসকে তুলসীদাসজী বললেন, ''তুমি ওখানে আমায় যেমন দর্শন করালে তেমন এখানেও করাও।'' তখন নন্দদাস শ্রীগোঁসাইজীকে বিনতি করে বললেন, ''ইনি অমার ভ্রাতা তুলসীদাস। ইনি শ্রীরামচন্দ্রজী ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করেন না।'' এ কথা শুনে শ্রীগোঁসাইজী বললেন—''তুলসীদাসজী, বসো।'' সেই সময় শ্রীগোঁসাইজীর পঞ্চম পুত্র শ্রীরঘুনাথজী সেখানে সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে ছিল। তার উদ্দেশ্যে শ্রীগোঁসাইজী বললেন, ''শ্রীরামচন্দ্রজী! তোমার সেবক এসেছেন, এনাকে দর্শন দাও।'' তখন শ্রীরঘুনাথলালজী এবং তার স্ত্রী শ্রীজানকী বহুজী শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীজানকীজীর স্বরূপ পরিগ্রহ করে তৎক্ষণাৎ তুলসীদাসজীকে দর্শন দিলেন। তখন তুলসীদাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তারপর তুলসীদাসজী অতীব প্রসন্ন চিত্তে এই পদ গাইলেন—

''ৱরনো অৱধি শ্রীগোকুল গাম।
ৱহাঁ সরযূ য়হাঁ যমুনা এক হী নাম।।'' —

তৎপরে তুলসীদাসজী শ্রীগোঁসাইজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, ''মহারাজ নন্দদাস তো আগে খুব বিষয়ী ছিল কিন্তু এখন তার মধ্যে অনন্যভক্তির লক্ষণ দেখছি, এর কারণ কি?'' তখন শ্রীগোঁসাইজী তাকে বললেন, ''নন্দদাস উত্তম পাত্র ছিল তাই পুষ্টিমার্গে এসে পবিত্র হয়ে গেল; আর এখন তার অন্তরের অবস্থা চিন্ময় ভাবসিদ্ধ হয়ে গেছে। সেই কারণে এখন সে আরও দৃঢ় অবস্থালাভ করেছে।'' শ্রীগোঁসাইজীর নিকট এইরকম দৃঢ় বচন শুনে প্রসন্ন হয়ে তুলসীদাসজী শ্রীগোঁসাইজীকে প্রণাম করে তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে আবার কাশীতে স্বস্থানে ফিরে এলেন। ***(পুষ্টিমার্গস্থিত সাধকগণের জীবনী গ্রন্থ হতে সংগৃহীত তথ্য।)***